www.samakal.com

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সম্পদশালীরা যেন নিজ নিজ এলাকার কিছু কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান। যাদের ঘর নেই তাদের ঘর এবং কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দেন; তাদের সহযোগিতা করেন। দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে দারিদ্র্য চিরতরে দূর করতে পারে।

গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যুক্ত হন শেখ হাসিনা।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজস্ব অর্থায়নে নিজ নিজ এলাকার ১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। গতকালের অনুষ্ঠানে তাদের কাছে নির্মিত এসব ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন সচিবরা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব আর দেশের মানুষ ও এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবেন– এটা তো মানবতা নয়। এটা তো হয় না। কাজেই সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দারিদ্র্য থাকবে না।

তিনি বলেন, 'পেশাজীবী বা ব্যবসায়ী যে যেখানেই আছেন; প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নে

■ পৃষ্ঠা ৩ : কলাম ৬

শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গৃহ উপহার কার্যক্রম উদ্বোধনকালে বাড়ির মডেল দেখেন ■ পিআইডি

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

একটু কাজ করুন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানকার যে কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করুন। জাতির পিতা সরকারি কর্মকর্তাদের এ কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা? এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো তারা অর্থ উপার্জন করেন। তাদের জন্য আপনারা কিছু করুন।'

'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– সরকারের এ ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মুজিববর্ষে তার সরকারের ঘোষণা– বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া হলেও আজ নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এ উদ্যোগে শরিক হয়েছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি ঘর করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সচিবরা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন; তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন। একটা মহৎ কাজ সচিবরা করেছেন। ভবিষ্যতে অন্যরাও তাদের অনুসরণ করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। জাতির পিতা বলেছেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে; উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এটাই আমার স্বপ্ন।' আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে; এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথাও বলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমি যদি মানুষের জন্য একটু কিছু করে যেতে পারি, সেটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম আর কী পেলাম না– সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। আমার চিন্তা একটাই– মানুষের জন্য আমি কতটুকু করতে পারলাম; দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।'

মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর উদ্ধত আচরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তারা খুব গর্ব করত– তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালিরা খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা বিজয় অর্জন করেছেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বাঙালি জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়, গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দিতে সরকার দুই ক্যাটাগরিতে মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা তৈরি করেছে। এর মধ্যে ঘর নেই এমন আছে ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবার রয়েছে। মোট ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তাদেরকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিরা নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে মোট ৬ হাজার ২২৩টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দৈনিক
ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সচিবগণের গৃহহীনদের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন —ফোকাস বাংলা

সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দারিদ্র্য চিরতরে দূর করা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

নিজ এলাকায় ১৬০ গৃহহীনকে ঘর দিলেন ৮০ জন সচিব

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার সকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা হয় না।' গণভবন থেকে ভিডিও

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন। ঘরগুলো হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন, যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যিনি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন। যারা বিত্তশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।'

তিনি সচিবগণের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন। চমৎকার একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের আশপাশের মানুষের পাশে দাঁড়াবে।' ফলে বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।' বক্তব্যে জাতির পিতা কীভাবে বিভিন্ন সময়ে তার দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার বর্ণনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে।'

জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকারের 'আশ্রয়ণ' এবং 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে তারা নিজেরা কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারো কাছে হাত পাততে না হয়।' দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এই করোনা ভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি।'

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রী বললেন

নিজে ভালো থাকব অন্যরা কষ্টে, এটা মানবতা নয়

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। তিনি আরো বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।'

শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ

▶▶ পৃষ্ঠা ১১ ক. ৪

নিজে ভালো থাকব অন্যরা কষ্টে, এটা মানবতা নয়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।'

এ সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর গর্বিত আচরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'তারা খুব গর্ব করত, তাদের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঙালিরা তাদের হারিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

করোনার মধ্যে তাঁর সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'যাঁরা বিত্তশালী তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।'

প্রধানমন্ত্রী সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন, একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।' 'আমি মনে করি ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব', যোগ করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না।'

মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সচিবদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে এই ঘর দেওয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।' সূত্র : বাসস।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক জনকণ্ঠ

নগর সংস্করণ

The Daily Janakantha

সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে

দারিদ্র্য থাকবে না

মুজিববর্ষে গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধনীতে প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নিজ নিজ এলাকায় দুস্থ-অসহায় মানুষের সহায়তায় সকল শ্রেণী-পেশার বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। শুধু নিজেরা ভাল থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম আয়েশে থাকব- আর আমার দেশের ও এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে- এটা তো মানবতা না। এটা তো হয় না।

শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তাদের ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। শুধু নিজেরা ভাল থাকব, আর আমার দেশের মানুষ কষ্টে থাকবে- এটাতো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোন দারিদ্র্য থাকবে না। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিজয় চাকমা নিজেদের (৬ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন —পিআইডি

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক
জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha

দারিদ্র্য থাকবে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় আপনাদের (সচিব) ধন্যবাদ জানাই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন, একটা ঘর করে দিয়েছেন- আপনারা এটা একটা মহৎ কাজ করেছেন। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করব।

সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে সরকারপ্রধান আরও বলেন, 'চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে- আপনারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করুন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এ দেশের দারিদ্র্য থাকবে না।'

কারণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। জাতির পিতা তো এই মানুষগুলোকে নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সারাবিশ্বে শক্তিধর সেনাবাহিনী ছিল, তারা খুব গর্ব করত যে, তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালীরা তো হারিয়ে দিয়েছে তাদের। যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলব।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বক্তব্যে উদ্ধৃত করে বলেন, 'জাতির পিতা সরকারী অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তারা মূলে কারা? এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। আর জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে- আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

জীবনে কী পেলাম বা না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনও করি না উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছি। আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা কখনও আমি করি না।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাঁকে হত্যার পর নিজের নির্বাচিত জীবনের কথা তুলে ধরে তাঁর মেয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনীদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে- তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। তার সরকারের এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারী এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। কাজেই আজকে এই ঘর দেয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

তিনি বলেন, জাতির পিতার আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিল এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেননি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তাঁর সবসময় একটা উদ্যোগই ছিল -মানুষের জন্য কিছু করার।

তিনি বলেন, বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্রের কষাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞাই নিয়েছিলেন এ দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এ দেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের মানুষকে সুন্দর একটা জীবন তাঁকে দিতে হতো। তিনি বলেন, জাতির পিতা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।

জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহারণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি বা পিছপা হননি। সবসময় ন্যায্য কথা বলেছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর জনগণকে উন্নত-সুন্দর জীবন দেওয়াই বঙ্গবন্ধুর অন্যতম লক্ষ্য এবং স্বপ্ন ছিল উল্লেখ করে তাঁর একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এটাই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।'

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকন্যা পিতা হিসেবে সবসময় দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে কাছে না পাওয়া এবং দেশ স্বাধীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া জাতির পিতার বিখ্যাত সাক্ষাতকারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'জাতির পিতা বাংলার মানুষকেই সব থেকে বেশি ভালবাসতেন (আই লাভ মাই পিপল)। এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই ভালবাসা পেয়েছেন।'

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুণর্গঠনকালেই গৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষ্মীপুর, তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তাঁর কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এই দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।'

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও 'জাতির পিতার চিন্তার ফসল' উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি (বঙ্গবন্ধু) ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর চিন্তা ছিল চিকিৎসা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন। তিনি বলেন, সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করে জেলা গবর্নর নিযুক্ত করে দেন।

অনুষ্ঠানে '৭৫ এ জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর স্বাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে। বারবার অবৈধভাবে যারা সরকারে এসেছে তারা দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তাঁর সরকারের 'আশ্রয়ন' এবং 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকা পয়সা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।'

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই গাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কষ্ট পাবে? কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভাল থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালে আমি মনে করি আরও সুন্দর জীবন পেতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, আমার একটাই লক্ষ্য, মানুষকে একটু সুন্দর জীবন দিতে। বাবা-মা, ভাই সব হারিয়ে সেই শোক ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করি, এই একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে। কারণ এ দেশের মানুষের জন্যই তো আমার মা জীবন দিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন। আমার বাবা সারাটা জীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার চিন্তা একটাই- তা হচ্ছে কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম। দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি তার সরকারকে ভোট প্রদানে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তারপর থেকে জনগণের সেবা করে আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারে- সে সম্মানটা আমরা অর্জন করেছি। বাঙালী জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলছে।

প্রথম আলো
নগর সংস্করণ

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল গণভবনে। ছবি : পিআইডি

সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে দরিদ্র থাকবে না

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাসস, ঢাকা

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। তিনি বলেছেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।'

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাঁদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন, তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

করোনার মধ্যে তাঁর সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকারপ্রধান আরও বলেন, 'যাঁরা বিত্তশালী তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাঁদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।'

সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁরা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।'

আজ রবিবার
১ নভেম্বর ২০২০
১৬ কার্তিক ১৪২৭, ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪২
বর্ষ ২, সংখ্যা ১৫৮, পৃষ্ঠা ১২, মূল্য ৫ টাকা
www.deshrupantor.com
deshrupantor
দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

গৃহহীনদের ১৬০টি ঘর দিলেন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবরা

বিশেষ প্রতিনিধি

সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার সরকারের জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবদের উদ্যোগে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষদের ঘর উপহার' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, তবে দেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না।'

গতকাল শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ ›

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার ইতিমধ্যে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং আরও হ্রাস করতে চায়। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।' সরকারপ্রধান বলেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও আজ নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। এই ঘর দেওয়ার পর দুখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল মানুষের জন্য কিছু করার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার নিপীড়িত-বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এ দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এ দেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের মানুষকে সুন্দর একটা জীবন দিতে হবে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে, জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর জনগণকে উন্নত-সুন্দর জীবন দেওয়াই বঙ্গবন্ধুর অন্যতম লক্ষ্য ও স্বপ্ন ছিল উল্লেখ করে তার একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা এ প্রসঙ্গে পিতা হিসেবে সব সময় দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে কাছে না পাওয়া এবং দেশ স্বাধীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া জাতির পিতার বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, জাতির পিতা বাংলার মানুষকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন (আই লাভ মাই পিপল)। এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই ভালোবাসা পেয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেওয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষ্মীপুর, তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তার কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এই দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও জাতির পিতার চিন্তার ফসল', উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তার চিন্তা ছিল চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে দেন।

অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে জাতির পিতার দেওয়া ভাষণ সম্প্রচারের উল্লেখ করে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের জন্য কিছু করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন।

পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুখী মানুষ দুখীই থেকে গেছে। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ব্যবহার করেছে।

তিনি বলেন, বারবার অবৈধভাবে সরকারে আসা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণি হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর ছয় বছর বিদেশে রিফিউজি হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়ে ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তিনি জোর করে দেশে ফিরে আসেন এবং এ সময় তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে কেবল হাড্ডি-কঙ্কালসার মানুষ দেখেছেন। তিনি সরকারে গেলে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবেন, তখনই শপথ নেন।

জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকারের 'আশ্রয়ণ' ও 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।

'গ্রামীণ জনগণকে অধিক সচ্ছলতা এনে দেওয়া' তার দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এ জন্য ব্যাপকভাবে রাস্তা-ঘাট নির্মাণসহ প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি এবং মুজিববর্ষে দেশের প্রতিটি ঘর যেন আলোকিত হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি।'

এ সময় তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ এবং সারা দেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় তার সরকারের উদ্যোগের উল্লেখ করে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
রোববার
www.dailysokalersomoy.com dailysokalersomoy@gmail.com /dailysokalersomoy

দুস্থদের পাশে দাঁড়ান

বিত্তশালীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যুক্ত হয়ে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন -পিআইডি

বিশেষ প্রতিবেদক

সকল শ্রেণি-পেশার বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম আয়েশে থাকব-আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারে গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদিও করোনাভাইরাসের কারণে হয়ত অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও আপনারা দেখেছেন, আমরা কিন্তু বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও আমরা একেবারে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা যেন পৌঁছায় সেই চেষ্টাও করে যাচ্ছি। 'আমি মনে করি যারা আমাদের বিত্তশালী তারা যদি একটু যার নিজ নিজ এলাকায়

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

দৈনিক
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
সকালের সময়
রোববার
www.dailysokalersomoy.com
dailysokalersomoy@gmail.com
/ dailysokalersomoy

দুস্থদের পাশে

প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, কাউকে একটা ঘর করে দিলে, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের একটু সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকবো। নিজে সুন্দর থাকব। নিজে আরাম আয়েশে থাকবো- আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।'

'পাশাপাশি যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সকলকেই বলবো, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা আপনি যেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন।'

সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্র্য থাকবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কারণ বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। জাতির পিতা তো এই মানুষগুলোকে নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছেন, সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর সেনাবাহিনী ছিল। তারা খুব গর্ব করত। তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালিরা তো হারিয়ে দিয়েছে তাদেরকে। যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসাবেই আমরা বিশ্ব দরবারে উঁচু করে চলব। হ্যাঁ, ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর আমাদের সম্মানহানি হয়েছিল। বাঙালি জাতি সে বিজয়ের বেশে থাকতে পারেনি। বরং একটা খুনী হিসাবে মাথা নিচু করে চলতে হয়েছে।'

'কিন্তু ১৯৮১ সালে আমি দেশে আসার পর আমাদের প্রচেষ্টায় ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর থেকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমাদেরকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তারপর থেকে মানুষের সেবা করে আমরা অন্তত পক্ষে বলতে পারি, বিশ্বে এখন আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারি। সেই সম্মানটা আমরা অর্জন করেছি।'

'দারিদ্র্যের হার আমরা কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরও কমাতে চাই। লক্ষ্য ছিল আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করব। করোনা ভাইরাসের কারণে হয়ত সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে। জাতির পিতা বলেছিলেন যে দেশের মাটি এতো উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই গাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কষ্ট পাবে, কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভাল থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালে আমি মনে করি আরও সুন্দর জীবন পেতে পারেন।'

আমার একটাই লক্ষ্য, কারণ আপনারা এটা বুঝতে পারেন-বাবা মা ভাই সব হারিয়ে সেই শোক ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করি একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে। কারণ এদেশের মানুষের জন্যই তো আমার মা জীবন দিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন। আমার বাবা সারাটা জীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কি পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম। দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেও একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।

ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিগুম চাকমা মতবিনিময় করেন।

টি-টোয়েন্টিতে হাজার ছক্কায় প্রথম গেইল

রোববারের
দৈনিক জনতা
দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র

৮ পৃষ্ঠা ৫ টাকা
ঢাকা, রোববার
১ নভেম্বর ২০২০
১৬ কার্তিক ১৪২৭
১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২
রেজিস্ট্রেশন-ডিএ ৫৯৬, ৩৭ বর্ষ, ১৫২ সংখ্যা
www.djanata.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে গৃহহস্তান্তর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন -জনতা-

গৃহ উপহার কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষকে সচ্ছল করে তোলা সরকারের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেন প্রত্যেকেই অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে। গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

এ সময় সকল শ্রেণী-পেশার বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, শুধু নিজেরা ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে ৪২ পৃষ্ঠায় ৭ম কলাম দেখুন

সম্মিলিতভাবে কাজ

আরাম আয়েশে থাকব-আর আমার দেশের মানুষ এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দারিদ্র্যের হার কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরো কমাতে চাই। লক্ষ্য ছিল আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করব। করোনার কারণে হয়তো সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদিও করোনার কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও তৃণমূলের মানুষ যাতে ভালো থাকে সে লক্ষ্যে তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি মনে করি বিত্তশালীরা যদি নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান, কাউকে একটা ঘর করে দিলেন, কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বলেন, যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকে বলব সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গৃহ পাওয়া তিন জন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিশুম চাকমা। প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারের গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

The Daily Protidiner Sangbad ● www.protidinersangbad.com

প্রতিদিনের সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন সচিবদের এক অনুষ্ঠান ● পিআইডি

বিত্তবানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

দারিদ্র্যবিমোচনে জনগণের পাশে দাঁড়ান

● প্রতিদিনের সংবাদ ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দারিদ্র্যবিমোচনে জনগণের পাশে দাঁড়ান

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। খবর বাসসের।

গৃহ উপহার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নেই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।' তিনি আরো বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না।'

সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করুন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়টি মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করুন। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি কর্মকর্তাদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। 'কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যুক্ত হন -ফোকাস বাংলা

সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে দরিদ্র থাকবেনা : প্রধানমন্ত্রী

যায়যায়দি রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।

'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শনিবার এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) প্রান্তে যুক্ত হন তিনি। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মুজিববর্ষে দেশের সবগৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিবনিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন।

এমন উদ্যোগের জন্য সচিবগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন, একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দরিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সবাই মিলে চেষ্টা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুইটি করে ঘর করে দিয়েছেন। এই ঘর দেওয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে গৃহহীনকে ঘরবাড়ি করে দেওয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষ্মীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তার কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এই দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে দেন।

জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকার 'আশ্রয়ণ', 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়। গ্রামীণ জনগণকে আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি এবং মুজিববর্ষে দেশের প্রত্যেকটি ঘর যেন আলোকিত হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি।

দেশের মানুষের কল্যাণে জাতির পিতার অবদান উল্লেখ করে তার কন্যা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেননি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সবসময় একটা উদ্যোগই ছিল- মানুষের জন্য কিছু করার। বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্রের কশাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর জনগণকে উন্নত-সুন্দর জীবন দেওয়াই বঙ্গবন্ধুর অন্যতম লক্ষ্য ছিল জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের উদ্যোগে দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও জাতির পিতার চিন্তার ফসল। প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তার চিন্তা ছিল চিকিৎসাসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন।

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
দ্বিতীয় সংস্করণ
সত্য প্রকাশে আপসহীন

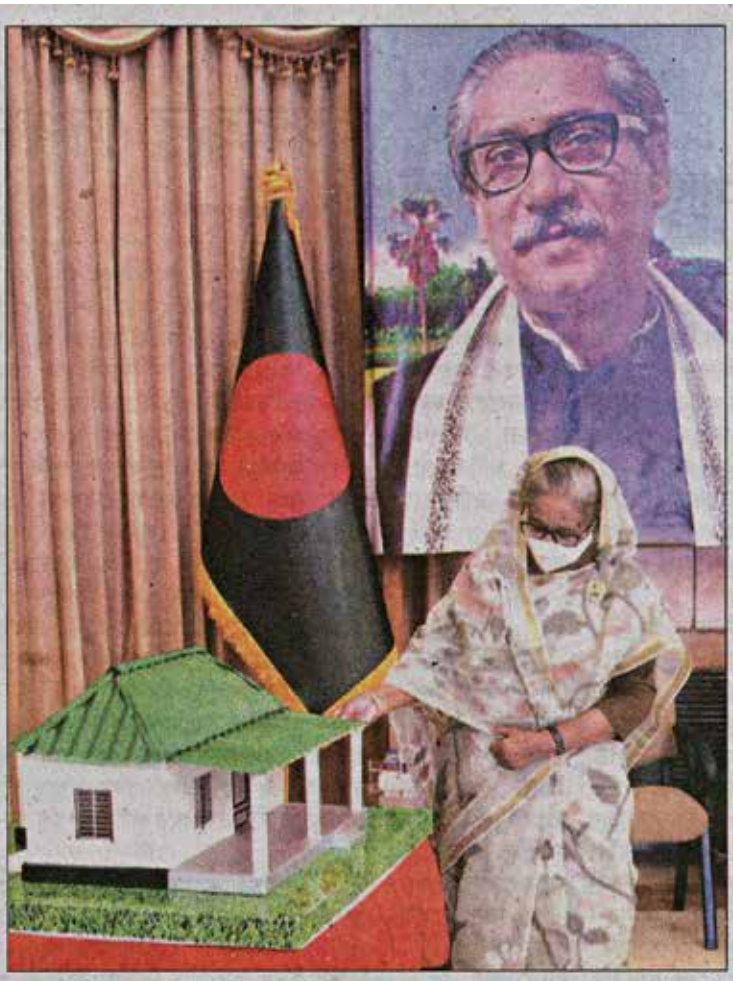

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ● পিআইডি

সচিবদের গৃহহীনদের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দূর করব দারিদ্র্য : প্রধানমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ৬

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
দ্বিতীয় সংস্করণ
সত্য প্রকাশে আপসহীন

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দূর করব দারিদ্র্য : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সে গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিব বর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো তারা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরে মেয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। তিনি বলেন, পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহনির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, মুজিব বর্ষে পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে। কমিউনিটি পুলিশিং দিবস উপলক্ষে শুক্রবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, আমি আশা করি, মুজিব বর্ষে নতুন স্পৃহা ও আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে পুলিশ সদস্যরা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনতার পুলিশে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে। জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মূল কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনায় জনগণের সঙ্গে প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদঘাটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধ ভীতি হ্রাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিংয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে রেলওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং হাইওয়ে পুলিশেও কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অপরাধ দমনে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। আগামীতেও নারী নির্যাতন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে সহজলভ্য প্রযুক্তি অপরাধকে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিসরে দ্রুত বিস্তৃত করছে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধ উদঘাটনে পুলিশকে উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জনগণ ও রাষ্ট্রের অন্য সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে সবার সহায়তায় একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবার ক্রাইম, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তার সরকার অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট, সাইবার ইউনিট গঠনসহ সবধরনের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বৃদ্ধিসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সম্প্রীতিময়, শোষণমুক্ত, জঙ্গি, মাদক ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনগুলোয় পুলিশের সব সদস্য আরও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেবে।

দৈনিক আমার সংবাদ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
সর্বশেষ আপডেট পেতে আমাদের মোবাইল দিয়ে কোডটি স্ক্যান করুন
www.facebook.com/dailyamarsangbad
www.twitter.com/damarsangbad
দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ■ পিআইডি

'প্রান্তিক মানুষকে সচ্ছল করাই লক্ষ্য'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষকে সচ্ছল করে তোলা সরকারের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যেন প্রত্যেকেই অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে।'

গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি ঘর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছেন। অনুষ্ঠানে ১৬০টি পরিবারের গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দারিদ্র্যের হার কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরও কমাতে চাই। লক্ষ্য ছিলো ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত ঘোষণা করবো। করোনার কারণে হয়তো সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

প্রান্তিক মানুষকে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনার কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও তৃণমূলের মানুষ যাতে ভালো থাকে সে লক্ষ্যে তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি মনে করি বিত্তশালীরা যদি নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান, কাউকে একটা ঘর করে দিলেন, কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকে বলবো সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্র্য থাকবে না।'

মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।'

গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিগম চাকমা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ

দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না

'সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রম উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। তিনি বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, যাদের ঘর নেই, তাদের ঘর করে দিল, দুস্থ পরিবারের লোকদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার সাধারণ মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান তিনি। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

গৃহহীন ও ভূমিহীন ১৬০ পরিবারকে দেয়া হলো ঘরের চাবি

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

যে গ্রামে জন্মেছেন সেখানকার মানুষকে সহযোগিতা করুন

যে স্কুলে পড়েছেন সেটির উন্নয়ন করুন

সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না।' মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা, এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনো করি না।' বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল ঘরের মডেল দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —পিএমও

দেশে কেউ গৃহহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

দৈনিক
THE DAILY DINKAL
দিনকাল
দেশ ও জনগণের কথা বলে

ঢাকার বস্তিবাসীকে গ্রামে পাঠিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

দিনকাল রিপোর্ট

রাজধানীতে বসবাস করা বস্তিবাসীদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুস্থ > পৃ ২ ক ১>

ঢাকার বস্তিবাসীকে গ্রামে পাঠিয়ে

প্রথম পাতার পর

মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। যারা বিত্তশালী, তারা যদি নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর করে দেয়, কাজের ব্যবস্থা করে তাদের সহযোগিতা করে তাহলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। এ অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না।

তিনি আরও বলেন, সবার প্রতি অনুরোধ, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়জন মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে এই গ্রামের মানুষগুলো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন।'

এ সময় মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

প্রকাশনার ৭০ বছর
সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে

——— প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে।

তিনি বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। কাজেই সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোন দরিদ্র থাকবে না।'

শেখ হাসিনা গতকাল 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সচিবদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।'

সে সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর গর্বিত আচরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'তারা খুব গর্ব করতো, তাদের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঙালিরা তাদের হারিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

করোনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকার প্রধান আরও বলেন, 'যারা বিত্তশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি

সম্মিলিত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

প্রকাশনার ৭০ বছর
সংবাদ

সম্মিলিত : প্রচেষ্টাই

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।' আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব,' যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীণ থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। তিনি বলেন, তার সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরীক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাজেই আজকে এই ঘর দেয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।' 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেন নি।'

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'মানুষের দুঃখ দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল- মানুষের জন্য কিছু করার।' তিনি বলেন, 'বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্রের কষাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠতো। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এদেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এদেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের মানুষকে একটা সুন্দর জীবন দিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সবসময় ন্যায্য কথা বলেছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

প্রকাশনার ৪৫ বছর

দৈনিক

করতোয়া

জনগণের আপনজন

ঢাকা সংস্করণ

The Daily Karatoa

১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

www.ekaratoa.com • রেজি : রাজ ১৩ • ৪৫তম বর্ষ • সংখ্যা ৮০ • বগুড়া রোববার ১৬ কার্তিক ১৪২৭ • ১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি • ১ নভেম্বর ২০২০ • www.karatoa.com.bd

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস : দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার'- কার্যক্রমের (২ পৃঃ ৭ কঃ দ্রঃ)

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

(প্রথম পাতার পর)

উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা- এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথাও তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে- তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে কিন্তু ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ' ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

ঢাকা, ১ নভেম্বর ২০২০, ১৬ কার্তিক ১৪২৭, ১৪ রবিঃ আউঃ ১৪৪২ রোববার রেজি নং-ডিএ ৬৩৮৫, বর্ষ ২০, সংখ্যা ২৯০, পৃষ্ঠা ৮, মূল্য ৪ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ●

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ■ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সম্মিলিতভাবে কাজ

প্রথম পাতার পর

সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল, শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন।

সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা।

জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী..পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

এগিয়ে থাকার জন্য

THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন - পিআইডি

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবো

নিজে একা একা ভাল থাকা মানবতা নয় : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪*

এগিয়ে থাকার জন্য
THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

নিজে একা একা ভাল থাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী..পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

রোববার ১ নভেম্বর ২০২০

বণিকবার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না

—প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। এজন্য দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গতকাল 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন। গতকাল ১৬০টি পরিবারের মধ্যে গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন শেখ হাসিনা।

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যারা বিত্তশালী, তারা যদি প্রত্যেকে যার নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, কাউকে একটা ঘর করে দেয়, কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল। তাদের একটু সহযোগিতা করল...।' শুধু নিজে ভালো থাকব। নিজে সুন্দর থাকব। নিজে আরাম আয়েশে থাকব—আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।'

শেখ হাসিনা বলেন, যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকেই বলব, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন,

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

রোববার ১ নভেম্বর ২০২০

বণিকবার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

তিনি বলেন, দারিদ্র্যের হার আমরা কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরো কমাতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একেবারে দরিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করব। করোনাভাইরাসের কারণে হয়তো সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে।

সরকারপ্রধান বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই গাছে ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কষ্ট পাবে। কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভালো থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালে আমি মনে করি আরো সুন্দর জীবন পেতে পারেন।

মুজিব বর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এ চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেরও একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে; এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব।

গণভবন প্রাঙ্গে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা ও নিশুম চাকমা কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, দেশে ঘর ও জমি নেই ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবারের। তাদের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। আর জমি আছে কিন্তু ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবার রয়েছে। যাদের গৃহ নির্মাণে সরকারের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ১ হাজার ২২ কোটি টাকার প্রকল্প। এর আওতায় ৫৯ হাজার ৮০৩টি 'ঘর নাই জমি নাই' পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ৪ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন করে আরো ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার ২ হাজার ৮৩২টি জনপ্রতিনিধি, ২ হাজার ৫৬২টি মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৮২৮টি বেসরকারি/ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

নতুন ধারার দৈনিক
www.dainikamadershomoy.com
আমাদের সময়
নগর সংস্করণ

বিত্তবানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

নিজ এলাকার দুস্থদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শুধু নিজে আরাম-আয়েশে থাকার চিন্তা না করে সমাজের দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান তিনি। দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। এ অনুষ্ঠান থেকে এসব ঘরের চাবি দুস্থ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সচিবদের এ উদ্যোগের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিত্তশালীরা এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়; ঘর নেই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে- এটা তো মানবতা নয়, এটা তো হয় না।

বিত্তবানদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের কাছে আমার এটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

গণভবন থেকে গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর একটি নমুনা গৃহ দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ● বাসস

নিজ এলাকার দুস্থদের সাহায্যে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করে যাচ্ছে মন্তব্য করে তাকে উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছেন- আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা আবারও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম, দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, ভূমি নেই, ঘর নেই এবং ভূমি আছে, ঘর নেই- এই দুই ক্যাটাগরিতে দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। ১৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার সবাইকে ঘর নির্মাণ করে দেবে।

১৯৯৭ সালে গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার প্রকল্প নিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিতে আবারও গতি আসে। ১৯৯৭ থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

THE DAILY BHORER KAGOJ
ভোরের কাগজ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
রবিবার
১৬ কার্তিক ১৪২৭
০১ নভেম্বর ২০২০
১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২৪৭
পৃষ্ঠা ১২, দাম ৫ টাকা
www.bhorerkagoj.com facebook.com/bhorerkagoj.online

সবাই মিলে কাজ করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না

গৃহহীনদের গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গতকাল গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কাগজ প্রতিবেদক : সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। জাতির পিতা এই মানুষগুলোকে নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছেন। সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারাবিশ্বে সবচেয়ে শক্তিধর ছিল। তারা খুব গর্ব করত! তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালিরা হারিয়ে দিয়েছে তাদের। যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করেই চলব। গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া ৩ জন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা ও নিগুম চাকমা মতবিনিময় করেন।

বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিত্তশালীরা যদি নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়। শুধু নিজেরা ভালো থাকব, সুন্দর থাকব, আরাম আয়েশে থাকব– আর আমার এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকেই বলব, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা নিজ নিজ স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্ম নিয়েছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন।

এ সময় জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম আর না পেলাম, সেই চিন্তা কখনো করি না। ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সবাই মিলে কাজ করলে

● প্রথম পাতার পর

বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরই মন্ত্রী বানিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, পরবর্তী সময় দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে। দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে হয়তো অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও আমরা কিন্তু বসে নেই। এই করোনা ভাইরাসের মধ্যেও একেবারে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছায় আমরা সেই চেষ্টাও করে যাচ্ছি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই গাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কষ্ট পাবে? কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভালো থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালে আমি মনে করি আরো সুন্দর জীবন পেতে পারেন। তিনি বলেন, আমার একটাই লক্ষ্য, হয়তো আপনারা এটা বুঝতে পারেন, বাবা-মা, ভাই সব হারিয়ে সেই শোকের ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করি, এই একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে। কারণ এ দেশের মানুষের জন্যই তো আমার মা জীবন দিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন। আমার বাবা সারাটা জীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম। দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

প্রসঙ্গত সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করেছেন। অনুষ্ঠানে ১৬০টি পরিবারের মাঝে এসব গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। বক্তব্যের শুরুতেই মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। জাতির পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন– আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা, এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।

আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর : প্রধানমন্ত্রী

প্রতিদিন ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে।

গতকাল সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। খবর বাসস।

মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি ঘর নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে থাকব আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। কাজেই সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাঁদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।' সে সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর গর্বিত আচরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'তারা খুব গর্ব করত, তাদের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঙালিরা তাদের হারিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে– যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।' করোনার মধ্যে তাঁর সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'যাঁরা বিত্তশালী তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এ উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। কাজেই আজকে এ ঘর দেওয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এ দেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের মানুষকে একটা সুন্দর জীবন দিতে হবে।' জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সব সময় ন্যায্য কথা বলেছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা এ প্রসঙ্গে পিতা হিসেবে সব সময় দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে কাছে না পাওয়া এবং দেশ স্বাধীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া জাতির পিতার বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'জাতির পিতা বাংলার মানুষকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন (আই লাভ মাই পিপল)। এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই ভালোবাসা পেয়েছে।' যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে গৃহহীনকে ঘরবাড়ি করে দেওয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষ্মীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তাঁর কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এ দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।'

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও জাতির পিতার চিন্তার ফসল উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর চিন্তা ছিল চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন।' শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে দেন।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছে। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আগের গোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে।' শেখ হাসিনা বলেন, বারবার অবৈধভাবে সরকারে আসা গোষ্ঠীর সঙ্গে দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণি হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তাঁর সরকারের 'আশ্রয়ণ', 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।' তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। কিন্তু আমরা বসে নেই। এ করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি।' তিনি তাঁর সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদান করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাদেরকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তার পর থেকে জনগণের সেবা করে আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারে– সে সম্মানটা আমরা অর্জন করেছি।

গৌরবের ১৬ বছর

রোববার

দেশের কল্যাণে প্রতিদিন

ভোরের পাতা

The Daily Vorer Pata

www.dailyvorerpata.com www.edailyvorerpata.com www.facebook.com/DailyVorerPata www.twitter.com/vorerpata

৮ পৃষ্ঠা ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন • ফোকাস বাংলা

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য চিরতরে দূর করব : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। তিনি বলেন, 'শুধু নিজে ভাল থাকবো, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকবো। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোন দরিদ্র থাকবে না।' শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলবো।' [illegible]

মুক্ত চিন্তার দৈনিক
আজকালের খবর

দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন
—— প্রধানমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শুধু নিজে আরাম-আয়েশে থাকার চিন্তাটা বাদ দিয়ে সমাজের দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করেন। এ অনুষ্ঠান থেকে সচিবদের নির্মিত ঘরের চাবি দুস্থ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সচিবদের গৃহনির্মাণ কাজের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিত্তশালীরা এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়; ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করলো।

শেখ হাসিনা বলেন, শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম আয়েশে থাকবো আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে- এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।

বিত্তবানদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের কাছে আমার এটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করে যাচ্ছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা জাতির পিতাকে উদ্ধৃত করে বলেন, জাতির পিতা বলেছেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা আবারো উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম, দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, ভূমি নেই, জমি নেই এবং ভূমি আছে জমি নেই- এই দুই ক্যাটাগরিতে দেশে সর্বমোট আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। ১৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার সবাইকে ঘর নির্মাণ করে দেবে। ১৯৯৭ সালের অসহায় ও দুস্থ গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার প্রকল্প শুরু করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিতে আবারও গতি আসে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

। দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ● পিআইডি

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

● আলোকিত ডেস্ক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। খবর বিডিনিউজের। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না।' সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না।' মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এ কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা– এ গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে : এর আগে ৩০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যে, মুজিববর্ষে পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে। ৩১ অক্টোবর 'কমিউনিটি পুলিশিং দিবস উপলক্ষে ৩০ অক্টোবর দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, 'আমি আশা করি, মুজিববর্ষে নতুন স্পৃহা ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পুলিশ সদস্যরা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনতার পুলিশে পরিণত হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে।

জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা– কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মূল কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনায় জনগণের সাথে প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদ্ঘাটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধ ভীতি হ্রাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিংয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে রেলওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং হাইওয়ে পুলিশেও কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অপরাধ দমনে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ পুলিশ। আগামীতেও নারী নির্যাতন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ মাওলানা এম.এ.মান্নান (রহঃ) THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন।

ভিডিও কনফারেন্সে উপহার দেয়ার সময় শেখ হাসিনার করতালি। গতকাল গণভবনে —ফোকাস বাংলা

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন সিনিয়র ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের সমাজে বিত্তশালী রয়েছেন, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান; ঘর না থাকলে ঘর করে দেন, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দেন, তাদেরকে সহযোগিতা করলে তাতে সবাই উপকৃত হয়। শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়।

মুজিববর্ষে গৃহহীনদের গৃহ উপহার কার্যক্রম উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

সবাইকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা পৃঃ ৫ কঃ ৪

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ মাওলানা এম.এ.মান্নান (রহঃ) THE DAILY INQILAB www.dailyinqilab.com

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা? এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে। তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা বলেন, পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেয়া হবে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

'মুজিববর্ষে গৃহহীনদের জন্য সচিবদের গৃহ উপহার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিআইডি

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দারিদ্র্য দূর করতে পারে

—— প্রধানমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়। শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (বিআইসিসি) অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সচিবদের এ গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

সত্যের সন্ধানে নিভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দারিদ্র্য দূর করতে পারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘর করে দেয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ সচিব নিজ নিজ এলাকায় গৃহহীনদের ১৬০টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব,' যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। সে সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনী খুব গর্ব করত, তাদের কে হারাবে। কিন্তু বাঙালি তাদের হারিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বা ব্যবসায়ী বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এ মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবেন না, ভূমিহীন থাকবেন না। তিনি বলেন, তার সরকারের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এ উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। আজকে এ ঘর পাওয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেননি।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল মানুষের জন্য কিছু করার।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।' 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সব সময় ন্যায্য কথা বলেছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।' একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে— এহচ্ছে আমার স্বপ্ন।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে গৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিজে নোয়াখালী গেছেন (এখন লক্ষ্মীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তার কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এ দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।' জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকারের 'আশ্রয়ণ' এবং 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যান তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকা-পয়সা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।'

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও জাতির 'পিতার চিন্তার ফসল', উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেয়ার উদ্যোগ নেন। তার চিন্তা ছিল চিকিৎসা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করেন।'

'৭৫-এ জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরের সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ব্যবহার করেছে।' ফলে দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের পর ৬ বছর বিদেশে রিফিউজি হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়ে '৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তিনি জোর করে দেশে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে শুধু হাড্ডি-কঙ্কালসার মানুষ দেখেছেন। তিনি সরকারে গেলে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবেন, তখনই শপথ নেন।

'গ্রামীণ জনগণকে আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেয়া' তার দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এজন্য ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। মুজিববর্ষে দেশের প্রত্যেকটি ঘর যেন আলোকিত হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি।' তিনি এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ এবং সারা দেশে একশ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় তার সরকারের উদ্যোগগুলোর উল্লেখ করেন। দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এ করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছি।'

নয়া দিগন্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীন মানুষকে গৃহ উপহার অনুষ্ঠানের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছেন ■ পিআইডি

সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

● বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। তিনি বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দারিদ্র্য থাকবে না।'

শেখ হাসিনা গতকাল সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন' এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।' করোনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা উল্লেখ করে সরকার প্রধান আরো বলেন, 'যারা বিত্তশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিবগণের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য ■ ২য় পৃ: ৭-এর কলামে

সবাই মিলে চেষ্টা করলে

১ম পৃষ্ঠার পর

সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। তিনি বলেন, তার সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দারিদ্র্য অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দু'টি করে ঘর করে দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ সম্প্রচারের কথা উল্লেখ করে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের জন্য জন্য কিছু করার জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। '৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারো দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে।' তিনি বলেন, বারবার অবৈধভাবে সরকারে আসা জনগোষ্ঠীর সাথে দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করলেও দেশের জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর ছয় বছর বিদেশে রিফিউজি হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়ে '৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তিনি জোর করে দেশে ফিরে আসেন এবং এ সময় তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে কেবল হাড্ডি-কঙ্কালসার মানুষ দেখেছেন। তিনি সরকারে গেলে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করবেন, তখনই শপথ নেন। তিনি তার সরকারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তারপর থেকে জনগণের সেবা করে আমরা অন্তত এটুকু করতে পারি- বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারে- সে সম্মানটা আমরা অর্জন করেছি।'

রোববার বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের সংগ্রামে নিবেদিত দৈনিক
আমাদের অর্থনীতি

'মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের উপহার' ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করব

বিত্তবানদের দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান ○ দেশজুড়ে ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে

কেএম নাহিদ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সকলকে আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শনিবার 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষদের ঘর উপহার' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি তবে দেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) গৃহহীন মানুষদের মধ্যে ১৬০টি ঘর হস্তান্তরের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং আরও হ্রাস করতে চায়। বিত্তবানদের নিজ এলাকার দুস্থ-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সম্মিলিতভাবে সবাই কাজ করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সন্তান হিসেবে বাবার সাথে দেখা হতো কারাগারে। খুব অল্প সময়ে আমরা তাকে কাছে পেয়েছিলাম। বাবার স্নেহ ভালবাসা খুব অল্পই আমরা পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এক ব্রিটিশ সাংবাদিককে বাবা (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান) বলেছেন, তিনি বাংলার মানুষকে বেশি ভালবেসেছেন। এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালবাসা পেয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে, বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী এবং তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি এবং বিজয়ী হয়েই বিশ্ব অঙ্গনে চলব। আমরা এই সম্মান অর্জন করেছি।' প্রধানমন্ত্রী বিত্তবান লোকদের নিজ নিজ এলাকায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে সেই অঞ্চলের লোকেরা আরও উন্নত জীবন লাভ করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষদের বাড়িঘর সরবরাহের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। 'আমরা মুজিব বর্ষে দেশের প্রতিটি বাড়ি আলোকিত করার উদ্যোগ নেব, আমরা সে দিকে পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কাজও করছি।

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার এখন সকলের পুষ্টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও অন্যান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সকলকে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশজুড়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। 'আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছি।'

তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে জনকল্যাণে সরকারের নেয়া অনেক উদ্যোগ স্থগিত রয়েছে। তবে সরকার কাজ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা যাতে পৌঁছতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের জন্য কাজ করা তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি তার এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ৪

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জীবনের সব কিছু হারিয়েছেন। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে সেটা হবে আমার জীবনের সাফল্য। আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি কী অর্জন করেছি বা পাইনি। দেশের মানুষকে আমি কি দিতে পারলাম সেটাই আমার কাছে আসল, বলেন তিনি। সূত্র : বাসস, টিবিএস, সময়টিভি, ইউএনবি।

ঢাকা রোববার ১ নভেম্বর ২০২০
The Daily Share Biz
শেয়ার বিজ
কড়চা

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

—প্রধানমন্ত্রী

শেয়ার বিজ ডেস্ক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। সূত্র : বিডি নিউজ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়—ঘর নেই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে—এটা তো মানবতা নয়।'

সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না।'

মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই—গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো তারা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সম্মিলিতভাবে কাজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম—সেই চিন্তা আমি কখনও করি না।'

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে—তাদেরই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে।'

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'পরবর্তীকালে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে।'

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এক হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ছয় হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি দুই হাজার ৮৩২, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দুই হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

প্রধান সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান

দ্বিতীয় সংস্করণ

নাসিমা খান মন্টি সম্পাদিত সাধারণের সংগ্রামী সংবাদপত্র, অমুনাফামুখী উদ্যোগ

e-mail: ads@amadernotunshomoy.com
news@amadershomoy.com

আমাদের নতুন সময়

রোববার ● ০১ নভেম্বর ২০২০ ● ১৬ কার্তিক ১৪২৭ ● ১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২

৮ম বর্ষ ● সংখ্যা ১৯৬ ● পৃষ্ঠা ৮ ● মূল্য ৩ টাকা

[১] শুধু নিজে ভালো থাকবো, আর আমার দেশের মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না: প্রধানমন্ত্রী

বাশার নুকু: [২] দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না।

[৩] শনিবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

[৪] এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

[৫] প্রধানমন্ত্রী সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা।

[illegible]

[৬] তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। সম্পাদনা: ইকবাল খান

ভিন্ন মাত্রার দৈনিক
খোলা কাগজ
www.kholakagojbd.com
The Daily Khola Kagoj
রোববার
ঢাকা
বর্ষ ২২ সংখ্যা ২১৩
১৬ কার্তিক ১৪২৭
১ নভেম্বর ২০২০
১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪২
১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা | জাতীয় সংস্করণ

চুয়াডাঙ্গে কিংবদন্তি বাকের ভাই পৃষ্ঠা ৮
জিতেই সালাউদ্দিন প্রিয় মাহি ১০
মানুষের আস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেই ৩
দুঃসময়েও শিক্ষকদের পাশে... ৫

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য দূর হবে

গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানরা এগিয়ে এলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। যারা বিত্তশালী, তারা যদি নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর করে দেয়, কাজের ব্যবস্থা করে তাদের সহযোগিতা করে তাহলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। দেশের উন্নয়নে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে–এটা তো মানবতা নয়। সবার প্রতি অনুরোধ, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়জন মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এ কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য দূর হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তার মূলে এই গ্রামের মানুষগুলো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। এ সময় মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং আরও হ্রাস করতে চায়। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী এবং তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। আমরা বিজয়ী জাতি এবং বিজয়ী হয়েই বিশ্ব অঙ্গনে চলব। আমরা এ সম্মান অর্জন করেছি। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, সরকার এখন সবার পুষ্টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সবাইকে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশজুড়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছি। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে জনকল্যাণে সরকারের নেওয়া অনেক উদ্যোগ স্থগিত রয়েছে। তবে সরকার কাজ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা যাতে পৌঁছতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের জন্য কাজ করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জীবনের সব কিছু হারিয়েছি। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে সেটা হবে আমার জীবনের সাফল্য। আমি কখনই ভাবিনি যে, আমি কী অর্জন করেছি বা পাইনি। দেশের মানুষকে আমি কি দিতে পারলাম সেটাই আমার কাছে আসল।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই–এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহনির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

করোনাকালে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি --প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: সকল শ্রেণি-পেশার বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'শুধু নিজেরা ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম আয়েশে থাকবো- আর আমার দেশের মানুষ এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না।'

গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। গণভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিশুম চাকমার সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারের গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও আপনারা দেখেছেন, আমরা কিন্তু বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও আমরা একেবারে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক (২-এর পৃষ্ঠার ২ কলাম)

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি

(১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ পর)

সহায়তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টাও করে যাচ্ছি।

আমি মনে করি যারা আমাদের বিত্তশালী তারা যদি একটু যার নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়। কাউকে একটা ঘর করে দিলে, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল। তাদের একটু সহযোগিতা করল। শুধু নিজে ভাল থাকবো। নিজে সুন্দর থাকব। নিজে আরাম আয়েশে থাকবো- আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।'

তিনি আরও বলেন, 'পাশাপাশি যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সকলকেই বলবো, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্র্য থাকবে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। জাতির পিতা তো এই মানুষগুলোকে নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছেন, সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারাবিশ্বে সবচেয়ে শক্তিধর সেনাবাহিনী ছিল। তারা খুব গর্ব করত। তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালিরা তো হারিয়ে দিয়েছে তাদেরকে। যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসাবেই আমরা বিশ্ব দরবারে উঁচু করে চলবো।'

মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।'

ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করবো।'

পুলিশ হবে জনতার : এদিকে মুজিববর্ষে পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'কমিউনিটি পুলিশিং ডে' উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

আমি আশা করি- মুজিববর্ষে নতুন স্পৃহা ও আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে পুলিশ সদস্যগণ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনতার পুলিশে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে।

জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা কমিউনিটি পুলিশিং এর মূলকথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনায় জনগণের সঙ্গে প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদঘাটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধ ভীতি হ্রাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিংয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পাঁচবছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে রেলওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং হাইওয়ে পুলিশেও কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অপরাধ দমনে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। আগামীতেও নারী নির্যাতন, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে সহজলভ্য প্রযুক্তি অপরাধকে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিসরে দ্রুত বিস্তৃত করছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধ উদঘাটনে পুলিশকে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জনগণ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে সকলের সহায়তায় একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবার ক্রাইম, জঙ্গী ও সন্ত্রাস দমন, মানিলন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তার সরকার অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট, সাইবার ইউনিট গঠনসহ সবধরনের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারপ্রধান বলেন, একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশগড়ার লক্ষ্যে পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বৃদ্ধিসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত, জঙ্গী, মাদক ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনগুলোতে পুলিশের সব সদস্য আরও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও ৩১ অক্টোবর 'কমিউনিটি পুলিশিং দিবস-২০২০' উদযাপিত হচ্ছে জেনে তিনি আনন্দিত। তিনি এ উপলক্ষে পুলিশের সব সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। 'কমিউনিটি পুলিশিং দিবস-২০২০' এর সব আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun
1 NOVEMBER 2020 | 16 KARTIK 1427 BS | 14 RABI UL AWWAL 1442 HIJRI
www.daily-sun.com

PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Page 11 Col 2

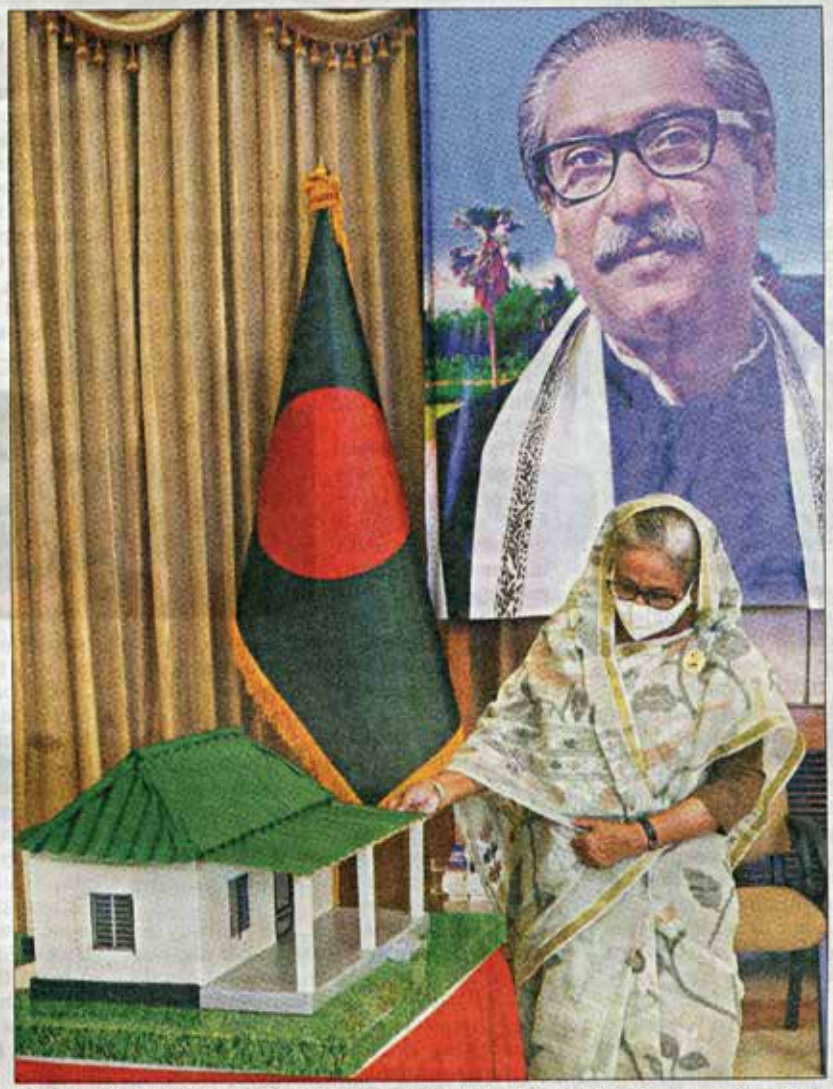

Prime Minister Sheikh Hasina looks at the replica of a house after virtually inaugurating a programme titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho' from her official residence at Ganabhaban on Saturday. - PID PHOTO

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun
1 NOVEMBER 2020 | 16 KARTIK 1427 BS | 14 RABI UL AWWAL 1442 HIJRI
www.daily-sun.com

PM vows to wipe

From Page 1

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life."Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attentionto the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975."It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com

PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Hands over 160 houses among homeless people

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attentionto the mechanisation of agriculture. The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975. "It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

—UNB

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com

Prime Minister Sheikh Hasina virtually inaugurating 'Gift of house to the homeless people, marking the Mujib Borsho' from Ganobhaban on Saturday. Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless. PHOTO : PID

THE News Today
www.newstoday.com.bd
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together,' there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

► Page 11 col. 5

THE News Today
www.newstoday.com.bd

PM

From Page 1 col. 8

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

Daily INDUSTRY

PM vows to wipe out poverty

Staff Correspondent: Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly **(See Page-2)**

PM vows to wipe out poverty

(From Page-1)

and want to reduce more. "We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. "We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that area would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho. "We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others. She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains. She mentioned that the government has given special attentionto the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas. Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

THE ASIAN AGE
SECOND EDITION
your access to information

Working to eradicate poverty: PM

Sujan Mia, *AA*

Prime Minister Sheikh Hasina said the rate of poverty has come down significantly in the country and the rest will be eradicated through united efforts.

She was addressing the opening program of 'Gift of houses to the homeless people in Mujib Barsho' through video conference on Saturday from her official residence- Ganabhaban.

The function was organized to handover 160 homes among homeless people at the Bangabandhu International

See page 11 col 1

Working to eradicate poverty

Conference Center. Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to homeless people.

The Prime Minister said, "The government has already managed to reduce the rate of poverty remarkably and want to reduce more. If we all work in unison, there will be no poverty in the country." She went on to add, "We promised to declare the country free from poverty by 2021, but it could not be done on account of the coronavirus outbreak."

"We are a victorious nation, we will cruise into the world arena as victorious, we have earned that honor," she said.

Sheikh Hasina called upon the well-off people of the society to come forward to help people of their respective areas."

She said, "My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in student life."

DHAKA SUNDAY NOVEMBER 1, 2020

The Daily Star

www.thedailystar.net

Your Right to Know

PM vows to wipe out poverty

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through the combined efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually from the Gono Bhaban.

The event, titled "Gift of house to the homeless people in Mujib Borsho", was organised to hand over 160 homes to the homeless at the Bangabandhu International Conference Centre.

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

Hasina said the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce it more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to the coronavirus it could not be done. However, our efforts are underway and will be continued."

The premier said the people of the country are very courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupation forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas. In doing so, the people of those areas would get a better life.

"Living a good life individually is not humanity at all," she said.

Hasina said the government was working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Borsho, the birth centenary of Bangabandhu.

"We will take an initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho. We have adopted a plan in this regard and we are working also as per the plan."

Talking about the government's success in ensuring food security in the country, she said the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiatives to increase the production of fish, meat, milk, and eggs.

She urged all not to leave one inch of land uncultivated for the better production of food grains.

The government has given special attention to the mechanisation of agriculture, the PM added.

Hasina said the government is setting up 100 economic zones across the country.

"We have also taken an initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said many initiatives of the government for the welfare of people have been stalled due to the novel coronavirus, but the government is working to provide financial assistance to the rural areas.

Hasina said working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I can do something for the people of this country. I never think of what I have gained or not. For me, the main thing is what can I give to the people," she added.

THE BANGLADESH TODAY
UNITING PEOPLE EVERYDAY
SUNDAY DHAKA : November 1, 2020; Kartik 16, 1427 BS; Rabi-al Awal 14, 1442 Hijri www.thebangladeshtoday.com; www.bangladeshtoday.net Regd. No. DA-2065, Vol. 17; No. 208; 12 Pages-Tk. 8.00

PM vows to wipe out poverty through united efforts

DHAKA : Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC). Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people. The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban. She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due tocoronavirus it could not be done, but our efforts are onrand will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areasand by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

NEWAGE

The outspoken daily • www.newagebd.net • Dhaka, Sunday, November 1, 2020, Kartik 16, 1427 BS • Regd No. DA 3004, Vol. XVIII, No. 53 • 12 pages Taka 10

evaly
BELIEVE IN YOU

PM urges affluent people to help poor of own village

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

PRIME minister Sheikh Hasina on Saturday called upon the country's affluent section to extend cooperation to the destitute people in their respective villages for their better livelihood.

'Only you would enjoy a happy life, leaving people in local areas in hardship, is not humanity and it should not be acceptable,' she said.

The prime minister was addressing the opening ceremony of 'house gift from the secretaries of the government to homeless people marking Mujib Borsho' as chief guest. She joined the event virtually from her official Ganabhaban residence.

Sheikh Hasina said people of Bangladesh are very brave and Sheikh Mujibur Rahman attained the country's independence along with them defeating the Pakistani army which once boasted about their invincibility.

She said, 'My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in student life.'

Referring to the continued efforts of her government to provide assistance at the village level in this COVID-19 outbreak period, the prime minister said the destitute people could get a better life if each affluent person built a house for homeless people and endow them with other assistance.

She expressed her gratitude to the secretaries of the government and mentioned their initiative as great. 'We again thank our secretaries because they have stood besides the people and given them a home being imbued with patriotism.'

Sheikh Hasina hoped people would follow the secretaries' footsteps in future and stand beside the destitute people.

Eighty senior secretaries and secretaries personally joined the government's effort to provide housing to homeless people in Mujib Borsho and gifted a total of 160 houses on behalf of them.

Cabinet secretary Khandker Anwarul Islam gave speech at Bangabandhu International Conference Centre while principle secretary to the prime minister Ahmad Kaikaus conducted the programme from Ganabhaban.

Later, cabinet secretary, senior secretaries and secretaries handed over the keys of houses on behalf of the prime minister at BICC.

The prime minister said that Shjeikh Mujib had taken Guchchha Gram project for landless and homeless people and inaugurated it going to the then Noakhali which is now Laxmipur district.

'After my home coming in 1981, Awami League elected me president. I travelled different parts of the country and stood beside the destitute people. Seeing their misery, immediately I adopted plans and still try to solve it whenever come to power,' she continued.

Sheikh Hasina said Awami League, assuming power in 1996, introduced 'Ashrayan project' and 'housing fund' at Bangladesh Bank for landless and homeless people. Even, a scheme was also introduced for Dhaka's slum dwellers to bring them back to village providing home, food for six months and financial assistance, she added.

She said the government was working relentlessly to provide house to the homeless people as well as illuminate every house in the 'Mujib Barsho'. 'We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho and in this regard we have taken a plan and are working too,' she said.

Talking about the government's success in ensuring food security in the country, she said that the government was now taking measures to ensure nutrition for all and have moved up to increase production of fish, meat, milk, eggs and vegetables.

To this end, she urged all not to leave one inch of land beyond cultivation and mentioned her government's initiative of procuring various agriculture machineries to boost production through mechanisation of cultivation.

FE The Financial Express
DHAKA, SUNDAY, NOVEMBER 1, 2020
www.thefinancialexpress.com.bd /febdonline

Prime Minister Sheikh Hasina joins the opening ceremony of 'House gift from the secretaries of the government to homeless people on the occasion of Mujib Borsho' through a videoconference from Ganobhaban in the city on Saturday — Focus Bangla

PM vows to banish poverty through united efforts

160 homes gifted from secretaries to homeless

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to hand over 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are

Continued to page 7 Col. 7

PM vows to banish

Continued from page 8 col. 5

very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

The New Nation
Independent Daily
Dhaka Sunday November 1, 2020, Kartik 16, 1427 (BS) Rabi-ul Awal 14, 1442 H, Regd. No. Da 110~www.thedailynewnation.com, 12 Pages ~ Tk. 8

PM vows to wipe out poverty through united efforts

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

Contd on page-11- Col-4

PM vows to wipe

Cont from page 12

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

Extraordinary government measures are being adopted to combat the spread of coronavirus outbreak

Bangladesh Post

a daily with a difference

Doorstep COVID-19 Sample collection @ NO Extra Charges
within Dhaka City * T.C Apply

Regd No DA: 6392, Vol 05: No. 41 • Dhaka Sunday November 01, 2020 • Kartik 16, 1427, BS • Rabiul Awal 14, 1442 Hijri • 12 Pages • Price: Tk 10.00 www.bangladeshpost.net

Help the village destitute

PM asks the rich to be generous

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday called upon the country's affluent section to extend cooperation to the destitute people in their respective villages for their better livelihood, saying a combined effort only can eliminate poverty and build a prosperous 'Sonar Bangla', reports BSS.

"Only you (affluent people) would enjoy life in happiness and prosperity but people in local areas will go through hardship that is not humanity and it should not be acceptable," she said.

The prime minister was addressing the opening ceremony of "house gift from the secretaries of the government to homeless people marking Mujib Borsho" as chief guest. She joined the event virtually from her official residence Ganabhaban.

Sheikh Hasina said people of Bangladesh are very brave and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman attained the country's independence along with them by defeating the Pakistani army which once used to say proudly that who will defeat them.

She said, "My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in

SEE PAGE 2 COL 3

Prime Minister Sheikh Hasina gestures while speaking at the opening ceremony of 'house gift from secretaries of the government to homeless people marking Mujib Borsho' from her Ganabhaban residence through videoconferencing. Photo: PMO

Help the village destitute

FROM PAGE 1 COL 2

student life." Referring to the continued efforts of her government to provide assistance at the village level in this COVID-19 outbreak period, the Prime Minister said the destitute people could get a better life if each affluent person build a house for homeless people and endow them with other assistance.

She expressed her gratitude to the secretaries of the government and mentioned their initiative as great. "We again say thanks to our secretaries because they have stood besides the people and given them a home being inspired with patriotism."

Sheikh Hasina hoped people would follow their (secretaries') footsteps in future and stand besides the destitute people, and finally dream of the Father of the Nation would be fulfilled.

Eighty senior secretaries and secretaries personally joined the government's effort to provide housing to homeless people in Mujib Borsho and gifted a total of 160 houses on behalf of them.

Cabinet Secretary Khandker Anwarul Islam gave speech at Bangabandhu International Conference Centre (BICC) while Principle Secretary to the Prime Minister Dr. Ahmad Kaikaus conducted the programme from Ganabhaban.

Later, cabinet secretary, senior secretaries and secretaries handed over the keys of houses on behalf of the Prime Minister at BICC.

The prime minister said Father of the Nation had taken Guchchha Gram (cluster village) project for landless and homeless people and introduced it by going to the then Noakhali which is now Laxmipur district.

"After my home coming in 1981, Awami League elected me as president. I travelled different parts of the country and stood beside the destitute people. Seeing their misery, immediately I adopted plans and still try to solve those whenever come in power," she continued.

Sheikh Hasina said Awami League, assuming power in 1996, introduced 'Ashrayan (residence) project' and 'housing fund' at Bangladesh Bank for landless and homeless people. Even, a scheme was also introduced for Dhaka's slum dwellers to bring them back to village by providing home, food for six months and financial assistance, she added.

She said the government is working relentlessly to provide house to the homeless people as well as illuminate every house in the "Mujib Barsho". "We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho and in this regard we have taken a plan and are working too," she said.

Talking about the government's success in ensuring food security in the country, she said they are now taking measures to ensure nutrition for all and have moved up to increase production of fish, meat, milk, eggs and vegetables.

To this end, she urged all not to leave one inch of land beyond cultivation and mentioned her government's initiative of procuring various agriculture machineries to boost production through mechanization of cultivation.

The prime minister also mentioned her initiative of "Ekti Bari, Ekti Khamar" which has been renamed "Amar Bari, Amar Khamar" to engage everyone of a family in food and vegetable production.

Referring to establishment of 100 special economic zones across the country, she said they have also taken initiative to establish food or agriculture processing industries in different parts of the country based on the production and availability of products.

Sheikh Hasina said the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more. "We pledged to declare the country free of poverty by 2021, but COVID-19 pandemic stalled it. However, our efforts are on and will be continued," she said.

She said many initiatives for the welfare of the people have been caught up due to coronavirus but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

The prime minister said working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975. "It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she added.

Dhaka Tribune
Breaking News | Breaking Barriers

PM vows to wipe out poverty through united efforts

The prime minister said the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Year

Prime Minister Sheikh Hasina addresses a program virtually titled 'Gift of house to the homeless people' in Mujib Borsho yesterday

UNB

Prime Minister Sheikh Hasina has vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said on Saturday while addressing a program virtually titled "Gift of house to the homeless people in Mujib Borsho."

The program was organized to hand over 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC) in Dhaka.

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The prime minister attended the program from her official residence Ganabhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued."

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of those areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all."

The prime minister said the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Borsho (Mujib Year).

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of food grains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanization of agriculture.

The prime minister said the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus pandemic many initiatives of the government for the welfare of people have been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country. I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing." •

THE BUSINESS STANDARD

WORLD →10

US ELECTIONS: TRUMP OR BIDEN?

8

www.tbsnews.net

Sunday
01.11.2020

Pages 16 | Price Tk15

PM vows to wipe out poverty through united efforts

DEVELOPMENT - BANGLADESH

UNB

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to

I SEE PAGE 4 COL 3

PM vows to wipe out poverty through united efforts

CONTINUED FROM PAGE 1

coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said. Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life. "Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of food grains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.